৩২

ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG. 11 1999 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম 9 ...

কর্তৃপক্ষের বিমাতাসুলভ আচরণ

নতুন করে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

চকোর মালিথা, গণবিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে : সাভারের অদূরে নয়ারহাটে অবস্থিত
গণবিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং ছাত্রছাত্রীরা নতুন নতুন
ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

দীর্ঘ একমাস গণবিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা চলার পর গত ২৯ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর
বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির মধ্যস্থতায় ছাত্র' এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়।
আলোচনায় গণবিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছাত্রছাত্রীদের ৫টি
দাবির মধ্যে ৪টি মেনে নেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্ররা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে
এবং পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ৩১ জুলাই থেকে পরীক্ষা দিতে থাকে। কিন্তু এই
সুযোগে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন অসহযোগিতামূলক আচরণ করতে থাকে। ৩১
জুলাই থেকেই সব ছাত্রকে হোস্টেল থেকে বের করে দেয়। পরীক্ষা চলাকালে লাইব্রেরি
বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার সময় লাইব্রেরি খোলা না পেয়ে দিশেহারা
হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষকে বলেও সাহায্য পাচ্ছে না।

ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের একমাত্র খাওয়ার ব্যবস্থা ক্যাফেটেরিয়াও দুপুরের পরে বন্ধ
করে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রী হলে প্রবেশের নতুন নিয়ম করা হয়েছে। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে
ছাত্রীদের তাদের ডর্মেটরিতে ফিরতে বলা হয়েছে। ছাত্রীদের ডর্মে খাওয়ার কোনো
ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ ছাত্রী রাতে না খেয়ে থাকছে। কেউ কেউ বাইরে থেকে
রুটি-কলা কিনে রাতে খাচ্ছে। রাত ১০টার পর ছাত্রী হলের বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া
হয়। যে কারণে পরীক্ষার মধ্যেও পড়তে পারছে না তারা। ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে
তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ছাত্রী হোস্টেলে মাঝে-মধ্যেই রাতে গণস্বাস্থ্যের
পুরুষকর্মীরা ঢুকে পড়ে।

গত কদিনে সরজমিনে গণবিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমনরুমে
সব পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ খেলার সামগ্রী কেড়ে নিয়েছে। এ
প্রতিবেদক কয়েকজন ছাত্রকে স্ট্রাইক ছাড়া কেরাম বোর্ড খেলতে দেখেছে। এ
কয়েকজন ছাত্রী অভিযোগ করেছে কর্তৃপক্ষ তাদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। চিঠি
দিয়ে অভিভাবকদের ডেকে এনে তাদের নানাভাবে শাসিয়ে দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে খারাপ
ব্যবহার করছে। গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র
ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আগামী ২৪ আগস্টের মধ্যে তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান না
হলে আগামীতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচিতে যাবে এবং এর
দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয়কে বহন করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে
বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কর্মকর্তা সহকারী রেজিস্ট্রার নূরুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করা
হলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি দাবি করেন বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে। গণবিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে এ
ব্যাপারে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাকে ঢাকা গণস্বাস্থ্যের নগর হাসপাতাল এবং
নয়ারহাট গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাওয়া যায়নি।